পর্যেষণা

■ ভলিউম ২ ■ আগস্ট ২০১৮







ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স
এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)

প্রারম্ভিকা

২০০৬ সালে ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স এবং ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম) যাত্রা শুরু করে ইনস্টিটিউট অব মাইক্রোফিন্যান্স নামে। দেখতে দেখতে ১২ বছর পেরিয়ে গেলো। এর মধ্যে আইএনএম গবেষণা, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা, জ্ঞান ব্যবস্থাপণা এবং অন্যান্য গঠনমূলক কাজ করে এর জায়গা করে নিয়েছে। এ সময়ে আইএনএম-এর কাঠামোগত ও লক্ষ্যগত অনেক পরিবর্তনও এসেছে। ফলশ্রুতিতে এর কার্যক্রমেও এসেছে গতানুগতিকতা থেকে বেরিয়ে এসে নতুন নতুন পদক্ষেপ। সামনের দিনগুলিতে আইএনএম-এর টেকসই অগ্রযাত্রা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আরো অনেক উদ্ভাবনীমূলক কাজ করে যেতে চায়।

আইএনএম-এর প্রধান লক্ষ্য সমতাভিত্তিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা । এর জন্য এই প্রতিষ্ঠান সকলের জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের উপর গুরুত্ব দেয় যাতে সকলের অংশগ্রহণে এগিয়ে চলা হয় অর্থবহ ও গ্রহণীয়। আইএনএম-এর কার্যক্রমের প্রাণ হলো গবেষণা। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এ ইনস্টিটিউট ধারাবাহিকভাবে শুধুমাত্র জাতীয় নয়, আন্তর্জাতিক মানের গবেষণা কার্যক্রমও পরিচালনা করে আসছে। বিগত ১২ বছরে এই প্রতিষ্ঠান প্রায় ৬৭ টি গবেষণা কার্যক্রম সফলতার সাথে সম্পন্ন করেছে এবং বেশ কিছু গবেষণা বর্তমানে চলমান রয়েছে।

গবেষণার মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ খাতের উন্নয়নে সহায়তা করা এবং প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে এই খাতে মানব দক্ষতা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে আইএনএম যাত্রা শুরু করে। যেহেতু তখন ক্ষুদ্রঋণ ছিল পিকেএসএফ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থার দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমের প্রচলিত ব্যবস্থা, তাই ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণের লক্ষ্যগুলো সেই আঙ্গিকে নির্ধারিত হতো। কিন্তু বর্তমানে প্রথাগত ক্ষুদ্রঋণ খাতে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। দারিদ্র্য বিমোচনে এখন শুধু মাত্র ঋণ বিতরণে সীমাবদ্ধ না থেকে সমন্বিত উন্নয়নের ধারণা গৃহীত হয়েছে। এর মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ তথা অর্থায়ন একটি অনুষঙ্গ। শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থ ব্যবস্থা উন্নয়ন, উদ্যোগ উন্নয়ন এবং সুষম ক্রমোন্নতি সহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ এখন এধরণের কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। এর পরিপ্রেক্ষিতে আইএনএম, তার গবেষণা পরিধি বাড়ানোর জন্য ইতোমধ্যেই গতানুগতিক গবেষণা বিষয়ের বাইরে অন্যান্য বিষয় যেমন- সমন্বিত উন্নয়ন, অন্তর্ভুক্ত অর্থ ব্যবস্থা, সুষম ক্রমোন্নতি, ক্ষুদ্রঋণের ঝুঁকি, নাজুকতা ও ক্ষুদ্রবীমা সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। নিজস্ব জনবল ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটা ব্যাপক কার্যক্রম চলমান রয়েছে যাতে অদূর ভবিষ্যতে আইএনএম একটি টেকসই ও দক্ষ প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে উঠতে পারে।

বিশেষ করে ২০১৬ সালে ইনস্টিটিউটের কাঠামোগত ও লক্ষ্যগত পরিবর্তন সাধণের ফলে গবেষণা, প্রশিক্ষণ, শিক্ষা এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা সব ক্ষেত্রেই নতুন পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে একটি সামগ্রিক ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা সম্ভব হয়েছে। এ পরিবর্তনের মূলে ছিল দেশের অগ্রসরমান আর্থ-সামাজিক অবস্থা যার আলোকে আইএনএম-এর দর্শন, কার্যক্রম, দৃষ্টিভঙ্গিসহ সবকিছুরই ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। এই পরিবর্তন ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাত ছাড়াও সামগ্রিক আর্থিক ব্যবস্থায় বিস্তৃত হয়েছে এবং একটি টেকসই অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে এগিয়ে যাচ্ছে।

আইএনএম-এর বর্তমান দর্শন টেকসই উন্নয়নের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিক অর্থাৎ আর্থিক, সামাজিক এবং পরিবেশের ওপর ভিত্তি করে অগ্রসরমান। বিগত একটি বছরে আইএনএম তার কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তনের দিকে অনেকটাই এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। আইএনএম-এর কার্যক্রমের ব্যাপক বিস্তৃতি ও প্রচারের জন্য জ্ঞান ব্যবস্থাপনা শাখা নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক প্রকাশনা 'InM Insights' প্রকাশ করছে। এই নিউজলেটার প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমকে সংক্ষিপ্ত ভাবে সহজ ভাষায় তুলে ধরছে। তাছাড়া, প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও নতুন গতি সঞ্চার হয়েছে। শিক্ষা শাখার অধীনে পরিচালিত ক্ষুদ্রঅর্থায়নে আইএনএম-এর ডিপ্লোমা কোর্স 'InM Diploma in Microfinance'-এর ৮ম ব্যাচের শেষ পর্বের কার্যক্রম চলছে। এখানে উল্লেখ্য যে, শিক্ষা শাখার অধীনে মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালুর জন্য ইতোমধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করা হয়েছে। অনুমোদিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে অঙ্গীভূত হয়ে আইএনএম স্কুল অব ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স 'Masters in Inclusive Finance and Entrepreneurship' সংক্রান্ত একটি স্নাতকোত্তর কোর্স চালু করবে। বলাবাহুল্য, সময়ের চাহিদা অনুযায়ী এধরনের একটি কোর্স এখন খুবই প্রয়োজনীয় এবং যুগোপযোগী।

সামগ্রিকভাবে, আইএনএম-এর জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাম্প্রতিক কাজের পরিধি এবং ব্যাপ্তি উল্লেখ করার মতো। জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিভাগের মাধ্যমে গবেষণালব্ধ ফলাফলসমূহ আর্থিকখাত ও নীতি নির্ধারকদের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। বিগত বছর গুলোতে বিভিন্ন প্রকাশনার পাশাপাশি সফলতার সাথে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সেমিনার, কর্মশালা, ও আঞ্চলিক সভা আয়োজনের মাধ্যমে এই বিভাগ সক্রিয়ভাবে কাজ করে আসছে। এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ক্ষুদ্রঋণ খাতের ক্রম বিবর্তনকে অনেক চড়াই-উৎরাই পার হতে হয়েছে। আইএনএম শুরু থেকেই ক্ষুদ্রঅর্থায়নকে উন্নয়ন এবং দারিদ্র্য বিমোচনের একমাত্র মাধ্যম হিসেবে গণ্য না করলেও দারিদ্র্য বিমোচনে এবং উন্নয়নে এর ভূমিকার বিভিন্ন দিক গবেষণা ও অন্যান্য কার্যক্রমের মাধ্যমে তুলে ধরতে প্রচেষ্টা চালিয়েছে। তবে একইসঙ্গে ক্ষুদ্রঋণের সামর্থ্যের সীমাবদ্ধতার বিভিন্ন দিকগুলো সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াসও চালিয়েছে।

আইএনএম-এর একটি উল্লেখযোগ্য সাম্প্রতিক উদ্যোগ হলো "আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ" সংক্ষেপে "ফিন-বি" সংগঠন। "ফিন-বি"এর প্রধান উদ্দেশ্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের দক্ষ উপায় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা যাতে করে দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিসহ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভবপর হয়। এই নেটওয়ার্ক মত বিনিময় সভা, কর্মশালা, সম্মেলন ইত্যাদির আয়োজন এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কর্মসূচী প্রস্তাবনা এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে। ২০১৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নেটওয়ার্ক এর উদ্বোধন করা হয়। আইএনএম বিশ্বাস করে আর্থিক খাতের উন্নয়নের সঠিক ধারা বজায় রাখতে এবং বাস্তব খাতের উন্নয়নের সাথে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এ ধরণের উদ্যোগের কোনো বিকল্প নেই। আর্থিক খাত বিশেষ করে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন খাত আমাদের দেশের মাঠ পর্যায়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনের অন্যতম বড় চালিকা শক্তি।

আইএনএম-তার কার্যক্রমকে পরিচালনা করছে এই উপলব্ধিকে সামনে রেখে যাতে এই প্রতিষ্ঠান শুধু মাত্র দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয় তাই নয় বরং দেশে ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে একটি "Centre of Excellence" হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে।



এজেন্ট ব্যাংকিং – গ্রামীণ অর্থনীতির নতুন চালিকা শক্তি

বাংলাদেশের ব্যাংক গুলোতে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন ধরণের আধুনিক ব্যাংকিং সেবা যেমন, অন-লাইন ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং ইত্যাদি চালু হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ জনগণ যেহেতু ব্যাংকিং সেবার বাইরে এবং তাদের আর্থিক জ্ঞানের পরিধিও সীমিত, গতানুগতিক ব্যাংক গুলোর পক্ষে তাদেরকে সেবা দেয়াটা কিছুটা কঠিন। অধিকন্তু, দূরবর্তী গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র জনগণের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখা খোলা এবং পরিচালনা করা ব্যয়বহুল। ব্যাংক গুলোর গ্রামাঞ্চলে শাখা না খোলার পেছনে এটি একটি প্রধান কারণ। ওই সব অঞ্চলে ব্যাংকে যাওয়ার জন্য গ্রাহকদেরও অনেক পথ ভ্রমণ করতে হয়। এমতাবস্থায়, এজেন্ট ব্যাংকিং একটি ভাল ব্যাংকিং সেবা হতে পারে- যেখানে একজন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কোন ব্যাংকের এজেন্ট হিসেবে কাজ করে ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে থাকে।

টেলকো, ই-ওয়ালেট প্রদানকারী, খুচরা বিক্রেতা এবং আরও অনেকেই এজেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে। এই সেবা যথেষ্ট সুবিধাজনক কারণ গ্রাহকদের ব্যাংক এর চেয়ে এজেন্টদের থেকে সেবা নিতে যাতায়াত খরচ অনেক কম হয়।

এজেন্ট ব্যাংকিং এর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত তিনটি সেক্টর হল ব্যাংক, এজেন্ট এবং গ্রাহক। আশার কথা হল, এই প্রতিটি সেক্টরই এজেন্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক মডেল থেকে সুবিধা পেতে পারে। এর মাধ্যমে ব্যাংক গুলো নতুন গ্রাহক সংগ্রহ করতে পারে যারা আগে তাদের সেবার বাইরে ছিল। এজেন্ট দের মাধ্যমে সেবা দেয়ার কারণে ব্যাংক গুলো যেমন নতুন ব্রাঞ্চ খোলা, তা পরিচালনা করা এবং কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে বাড়তি খরচের হাত থেকে বেঁচে যায় তেমনি একই সাথে আয় বাড়াতেও সক্ষম হয়।

ব্যাংকের নিয়োগপ্রাপ্ত এজেন্টরাও অতিরিক্ত বিক্রয়ের মাধ্যমে লাভবান হয়ে থাকে। তারা যেহেতু বিভিন্ন স্বনামধন্য ব্যাংকের সাথে যুক্ত থাকে সেহেতু তারা বাজারের অন্যান্য প্রতিযোগীদের থেকে আলাদা মর্যাদাও লাভ করে। সর্বোপরি, অতীতের ব্যাংকিং সেবা বঞ্চিত জনগোষ্ঠী এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে নিকটবর্তী ও সহজলভ্য ব্যাংকিং সেবা পেতে পারে। এই সেবা পেতে যাতায়াতের সময় ও খরচ কমার পাশাপাশি লেনদেনের খরচও কম হয়।

এজেন্ট ব্যাংকিং মডেলটি ভারত, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশে সফল ভাবে পরিচালিত হচ্ছে। এই মডেলটিতে নিযুক্ত সব পক্ষই একটি সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। এজেন্টরা লাভবান হচ্ছেন কারণ তারা ব্যাংকের পক্ষ থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিশেষ সেবা ও পণ্য গ্রাহকদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছেন। গ্রাহকরা লাভবান হচ্ছেন কারণ তারা সহজে ব্যাংকিং সেবা পাচ্ছেন এবং ব্যাংক লাভবান হচ্ছে কারণ তারা তাদের বাজারের অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করতে পারছে ।

বাংলাদেশে এজেন্ট ব্যাংকিং একটি নতুন ব্যাংকিং সেবার মাধ্যম। ২০১৩ সাল থেকে শুরু হয়ে এটি অতি দ্রুত প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের

কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যেখানে পারতপক্ষে প্রচলিত ব্যাংকিং সেবা পৌঁছায় না। বাংলাদেশ ব্যাংক এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদানকারী ব্যাংক গুলোর জন্য বেশ কিছু নীতিমালা প্রণয়ন করেছে যেখানে ব্যাংকের সেবা বঞ্চিত জনগণের জন্য এজেন্ট এর মাধ্যমে সীমিত পরিমাণ ব্যাংকিং ও অর্থনৈতিক সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে যেসব সেবা দেয়া যায় তা হল ঃ

- বাংলাদেশ ব্যাংকের দ্বারা নির্ধারিত সীমিত পরিমাণ সঞ্চয় জমা ও উত্তোলনের সুযোগ (এই সীমা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে সময়ের সাথে পরিবর্তনযোগ্য)।
- বিদেশ থেকে প্রেরিত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ ।
- ছোট আকারের ঋণ সুবিধা প্রদান ও ঋণের কিস্তি গ্রহণের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধে সহায়তা প্রদান।
- বিভিন্ন বিল পরিশোধ করা।
- সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অর্থ বিতরন করা।
- তহবিল হস্তান্তরে সুবিধা প্রদান করা (যার সর্বোচ্চ সীমা বাংলাদেশ ব্যাংক দ্বারা সময়ের সাথে পরিবর্তনযোগ্য)।
- ব্যাংক হিসাব এর বিবরণ প্রদান করা।
- হিসাব খোলা, ঋণের আবেদন, ক্রেডিট ও ডেবিট কার্ড এর জন্য আবেদনের ফর্ম গ্রহণ ও প্রক্রিয়াজাত করণ করা।
- পূর্বের অনুমোদিত ঋণ, ঋণ পরিশোধের অবস্থা ও আগাম অর্থ উত্তোলনের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করা।
- ক্লিয়ারিং চেক গ্রহণ করা।
- অন্যান্য কার্যক্রম যেমন, বীমা ও ক্ষুদ্রবীমার কিস্তি গ্রহণ করা।



বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে অনুমোদন প্রাপ্তির পর ১৪ টি ব্যাংক (১৮ টি লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যাংকের মধ্যে) স্থানীয় জনসম্পদ ব্যবহার করে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছে যেখানে স্বল্প খরচে সঞ্চয়কে ব্যাংকের আওতাভুক্ত করা হচ্ছে। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার কথা বিবেচনায় রেখে এটা বলা যায় যে এজেন্ট ব্যাংকিং বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হবে। ব্যাংকের প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করে এজেন্টরা জনগণ ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অর্থনৈতিক সেবা প্রদান করার মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখবে এবং গ্রামীন অর্থনীতির উন্নয়নে একটি নতুন চালিকা শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হবে।

মুঠোফোনে আর্থিক পরিষেবার ব্যবহার : ক্ষুদ্রঅর্থায়ন সংস্থাগুলোর ভূমিকা

ক্ষুদ্রঅর্থায়ন সংস্থাগুলো বাংলাদেশে দরিদ্র ও নিম্ন আয়ের পরিবারগুলোকে আর্থিক সেবা পৌঁছানোর ক্ষেত্রে প্রচুর অবদান রেখে চলেছে। অবশ্য এটাও সত্য যে শ্রমজীবী ও মহিলা নেতৃত্বাধীন দরিদ্র পরিবারগুলোর একটা উল্লেখযোগ্য অংশ এখনও আর্থিক পরিষেবা নেটওয়ার্কের বাইরে রয়ে গেছে। এই গোষ্ঠিগুলোর আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে, প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ব্যবহার এবং তাদের আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা সুসংহত ভিত্তিতে মোকাবেলার জন্য নতুন এবং তাদের প্রয়োজন উপযোগী আর্থিক পণ্য এবং পরিষেবাগুলোর একটি নকশা প্রনয়ন করা প্রয়োজন। দেখা গেছে ক্ষুদ্রঅর্থায়নের সেবা সম্প্রসারণ সত্বেও চরম ও মাঝারি উভয় দরিদ্র পরিবারের প্রায় ৪৫ শতাংশ ক্ষুদ্রঅর্থায়ন বাজারে প্রবেশ্যতা পায় না। আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠান সমূহের অবদানকে আরও জোরালো করতে এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে আরো সক্রিয় পদ্ধতির উদ্ভাবন এবং প্রচলনের প্রয়োজন।

চাহিদার দিক থেকে, ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের নেটওয়ার্ক কে আরও সম্প্রসারিত করার নিমিত্তে দূরবর্তী অবস্থানে শাখা অবকাঠামো নির্মাণ এবং বজায় রাখার ক্ষমতা অনেক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বেশ সীমিত। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে, মুঠোফোনের আর্থিক পরিষেবাগুলো আর্থিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটা সীমাহীন সম্ভাবনার ক্ষেত্র উদ্ভাবন করেছে এবং ক্ষুদ্র লেনদেনের পরিচালনা ব্যয় নাটকীয়ভাবে কমিয়ে আনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠান শাখা ভিত্তিক লেনদেনের জন্য এই প্রক্রিয়া কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারে এবং অনেকটা ব্যয় সাশ্রয় করতে পারে। ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলি এই সেবার মাধ্যমে লাভজনক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং কার্যকর ক্ষুদ্রঅর্থায়ন বা "M Banking" নকশা ব্যবহার করতে পারে।

সাফল্যজনক ভাবে শুরু করার জন্য, এমএফআই গুলোকে স্বচ্ছ লক্ষ্য নির্ধারন করতে হবে যে তারা এর মাধ্যমে তাদের কার্যক্রম কতটুকু সম্পন্ন করতে চান। এই উদ্যোগ ব্যাপকভাবে পরিচিতির ব্যবস্থা করতে হবে সকল সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের মধ্যে বিশেষ করে গতানুগতিক ভাবে যে সকল শাখা কাজ করে আসছে সেগুলোকে নতুন পদ্ধতিতে লেনদেন সঞ্চালনে আগ্রহী করে তুলতে হবে। এমএফআই কার্যক্রমগুলোর সমাধানের জন্য একটি সমন্বিত কৌশল গ্রহণ করতে হবে, যেমন গ্রাহক অধিগ্রহণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ, লেনদেন সহায়তা, বিপণন এবং প্রবিদ্ধ, হিসাব এবং সংগ্রহ এছাড়াও এই প্রযুক্তির খরচ সহ বিন্যাস ও খরচ কমানোর লক্ষ্যে কি করা উচিত, এজেন্ট স্থাপনা এবং নেটওয়ার্ক

স্থাপন এবং রক্ষণাবেক্ষণ এবং অভ্যন্তরীণ দক্ষতা বৃদ্ধির খরচসমূহ কিভাবে পরিচালিত হবে তা বিশ্লেষণ করা উচিত। এই সবগুলোর জন্য একটি সুবিশাল সেবা পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ ও যথাযথ মূল্যায়নের মাধ্যমে অবদান রাখতে পারবে সে বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারনা সৃষ্টি করতে হবে।

এমএফআই এর বিস্তৃতি

নিঃসন্দেহে, মুঠোফোনের পরিষেবা সমূহ এমএফআইগুলোর জন্য একগুচ্ছ সুযোগ সৃষ্টি করেছে যা পূর্বে তাদের নাগালের বাইরে ছিল। যে সকল এমএফআই শাখা বিস্তৃতির মাধ্যমে তাদের নেটওয়ার্ক ও কার্যক্রম সম্প্রসারণ করছে তা বেশ ব্যয়বহুল, সময় সাপেক্ষ এবং এগুলো পরিচালনার জন্য একটি অপেক্ষাকৃত বড় সংখ্যক দক্ষকর্মী প্রয়োজন। এজেন্ট নেটওয়ার্ক অনেক কম খরচে এই রকম বিস্তৃতি সাধন করতে সক্ষম। এমএফআইগুলো এজেন্ট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে সরবরাহ পয়েন্ট সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করতে পারে। বিশেষত এখন অনেক স্থানে এজেন্ট নেটওয়ার্ক একটি তৃতীয় পক্ষের আউটসোর্স এর মাধ্যমে সফল ভাবে কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারছে। বাড়তি প্রবেশ্যতা বা অর্ন্তভূক্তিকরন বাড়ানোর জন্য তাদের নিজস্ব ক্ষমতা বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে হবে। এমএফআইগুলো বর্ধিত নাগালের সমন্বিত ব্যবহার করতে পারে, গেটওয়ে পণ্য এবং উচ্চ চাহিদা ভিত্তিক পণ্য যেমন বিল পেমেন্ট, এয়ারটাইম ক্রয় এবং রেমিটেন্স প্রাথমিক ভাবে তাদের মুঠোফোনে "এ্যাপস" এর মাধ্যমে নিতে পারে।

একটি এজেন্ট নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং বজায় রাখা একটি গতানুগতিক শাখা স্থাপনের তুলনায় কম ব্যয় বহুল কিন্তু এতে কার্যক্রম অল্প সময়ে বৃদ্ধি না পেলেও সুদূরপ্রসারী লাভ অর্জন সম্ভব। দেখা যায় যে, একটি ডিজিটাল লেনদেনের খরচ একটি শাখা লেনদেনের চেয়ে ৮৮ শতাংশ কম হতে পারে, যদি কার্যকরভাবে তা সম্পাদিত হয়। এই ধরনের উল্লেখযোগ্য খরচ পার্থক্য মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফএস) এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করলে এমএফআইগুলোর জন্য লাভজনক হবে। এমএফআই এর জন্য, এমএফএস বিকল্প পল্লী চ্যানেলের কৌশলগত মূলস্তম্ভ হয়ে উঠতে পারে; এবং শাখা নির্ভরতা এবং খরচ কমানোর জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এছাড়া, এমএফএস শুধুমাত্র শাখা থেকে লেনদেন বন্ধ করার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয় বরং এমএফআই একটি মোবাইল চ্যানেল কৌশল তৈরির মাধ্যমে সুষ্ঠু কাঠামো তৈরী করতে পারে যাতে করে এগুলোর মাধ্যমে এমএফআইগুলো তাদের সকল কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নকরতে সক্ষম হবে।

পোর্টফোলিও বৈচিত্র্যতা এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

মোবাইল চ্যানেল এর মাধ্যমে সেবাগ্রহনকারীদের জন্য সময়সীমা এবং অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধি করা সম্ভব। এক্ষেত্রে ঋণের সংশ্লিষ্ট কাজগুলি পরিচালনা করতে এবং অন্যান্য সামাজিক কার্যাবলী গ্রহনের সুযোগ সৃষ্টি করতে অনেক কম সময় প্রয়োজন হবে। লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ঋণ কর্মকর্তার উৎপাদনশীলতাও বৃদ্ধি যাতে সম্ভব হয়। এছাড়াও, এমএফআই গুলো বাজারে অনুপলব্ধ এবং বিশেষ পণ্য ডিজাইন করতে সক্ষম হবে যা এমএফএস ছাড়া সমর্থনযোগ্য হবে না।

এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এমএফআইগুলোকে তাদের গ্রাহকদের জন্য ডিজিটাল চ্যানেলকে সর্বোত্তমভাবে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় বিশ্লেষণ এবং মূল্যায়ন করতে হবে। এর ফলে এমএফআইগুলো একটি ব্যাপক কৌশলের অধীনে, উপযুক্ত পণ্য এবং বৃহত্তর সেবাগ্রহনকারী গোষ্ঠীর জন্য বিশেষ সেবাপ্রদানে সক্ষম হবে। এতে করে ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব টেকসই উন্নয়নের জন্য মুঠোফোনের আর্থিক সেবার প্রসারের চাবিকাঠি হবে। এমএফআইগুলো তাদের ঋণগ্রহীতাদের প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলোর উপর মনোসংযোগ করতে উদ্যোগী হবে যাতে মোবাইল সহায়তাকারী অ্যাকাউন্টগুলির সম্ভাব্যতা প্রসারিত হয় এবং পরিশীলিত আর্থিক পণ্য প্রবর্তন করা সম্ভবপর হয়। এই চ্যানেলের মাধ্যমে ঋণ গ্রহিতাদের সঞ্চয় সমূহ গ্রহন করলে কার্যক্রম পরিচালন ব্যয়ের যে পরিমান খরচ কমবে সেটা ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠানের জন্য লাভজনক হবে এবং ভবিষ্যতের টেকসহিতা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করবে।





সাক্ষাৎকার

ড. মোস্তফা কে মুজেরী
নির্বাহী পরিচালক, আইএনএম

অর্থজগত হতে সংকলিত

দেশের ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে বিভিন্ন কথা-বার্তা হচ্ছে। আপনার মতে ব্যাংকিং সেক্টরে বর্তমান অবস্থা কেমন?

ড. মোস্তফা কে মুজেরী: বর্তমানে দেশের ব্যাংকিং সেক্টর নিয়ে নানা রকম শংকা প্রকাশ করা হচ্ছে। একটু মনোযোগ দিলে দেখা যাবে, নিকট অতীতেও দেশের ব্যাংকিং সেক্টর, বিশেষ করে ব্যক্তি মালিকাধীন ব্যাংকগুলো মোটামুটি স্থিতিশীল অবস্থার মধ্যে ছিল এবং তারা ভালো ভাবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছিল। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকগুলোতে কিছু সমস্যা ছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশে ব্যক্তি মালিকাধীন ব্যাংকের স্যংখা অনেক বেড়েছে। অনেকেই মনে করেন বাংলাদেশে বর্তমানে যতগুলো ব্যাংক রয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি। যদিও দেশের বেশির ভাগ মানুষ এখনো ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের বাইরে রয়ে গেছেন। দেশে ব্যাংকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয়ে যাবার কারনে তুলনামূলক ছোট এবং নতুন ব্যাংকগুলো বাজারে এক ধরনের অসম প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হচ্ছে। তারা ব্যবসায় পরিচালনার ক্ষেত্রে নানা ধরনের সমস্যায় পতিত হচ্ছে। যদিও সামগ্রিকভাবে দেশের ব্যাংকিং সেক্টর গত বছরগুলোতে তেমন কোনো বড় ধরনের সমস্যায় পড়েনি এবং ব্যাংকিং সেক্টর মোটামুটি স্তিতিশীল ছিল। কিন্তু কিছু দিন ধরে ব্যাংকিং সেক্টরে কিছুটা হলেও অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিছু দিন আগে ব্যাংকিং সেক্টরে একটি সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছিল উদ্বৃত্ত তারল্য। বলা হচ্ছিল, ব্যাংকিং সেক্টরে বিনিয়োগযোগ্য বিপুল পরিমান অর্থ অলস পড়ে আছে। ব্যাংকগুলো নানা ভাবে চেষ্টা করেও অর্থ বিনিযোগ করতে পারছিল না। এক পর্যায়ে আমানতের চাহিদা অস্বাভাবিকভাবে হ্রাস পায়। ব্যাংকগুলো তাদের নিকট থাকা বিনিয়োগযোগ্য অর্থ বিনিযোগ করার জন্য সঠিক ক্ষেত্র খুঁজে পাচ্ছিল না।

গত কয়েক বছর ধরেই এই অবস্থা প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল। উদ্বৃত্ত তারল্যের কারণে আমানতের উপর প্রদেয় সুদের হার যেমন হ্রাস পেয়েছিল, তেমনি ঋণের উপর আরোপিত সুদ হারও কমে এসেছিল এবং কোনো কোনো ঋণের উপর আরোপিত সুদের হার একক সংখ্যায় (Single Digit) নেমে এসেছিল। কিন্তু বর্তমানে ব্যাংকিং সেক্টরে বিশেষ এক ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছে। একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যাংক সমস্যায় পতিত হলে ব্যাংকিং খাতে দু'টো পরিস্থিতি আমরা প্রত্যক্ষ করি। এর মধ্যে একটি হচ্ছে অলস ঋণ বা খেলাপি ঋণ বেড়ে যাওয়া। আগে ব্যক্তি মালিকাধীন ব্যাংকগুলোতে অলস/খেলাপি ঋণ (এনপিএল) খুব একটা ছিল না। রাষ্ট্রীয় মালিকাধীন ব্যাংকগুলোতেই খেলাপি ঋণের সমস্যা প্রকট আকার ধারন করেছিল। বহু দিন থেকেই রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের খেলাপি ঋণ সমস্যা গুরুত্তর এবং রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এনপিএল এর হার অনেক বেশি। এখন দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তি মালিকাধীন ব্যাংকগুলোও ঋণ সমস্যায় পতিত হচ্ছে। তারাও ক্রমশ খেলাপি ঋণের সমস্যায় জর্জরিত হয়ে পড়ছে। ব্যক্তি মালিকাধীন ব্যাংকের খেলাপি ঋণের সমস্যা এখন প্রকাশ্যে চলে এসেছে। কিছু কিছু ব্যক্তি মালিকাধীন ব্যাংকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। আগে মনে করা হতো, ব্যক্তি মালিকাধীন ব্যাংকে ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখে। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে সেখানেও গলদ রয়েছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ ব্যাপরে প্রচুর তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে। মূলত এ কারণেই পুরো ব্যাংকিং সেক্টরে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে। ব্যাংকিং সেক্টরে সুশাসনের অভারের কারণেই এমনটি হচ্ছে। আগে মনে করা হতো সুশাসনের অভাব মূলত রাষ্ট্রীয়ত্ব ব্যাংকের সমস্যা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রায়ত্ব এবং ব্যাক্তি মালিকাধীন উভয় শ্রেণির ব্যাংকের জন্যই সুশাসনের অভাব একটি জটিল সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে। ফলে সুশাসনের অভাব সার্বিক ভাবে ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য একটি সাধারণ সমস্যা। সার্বিক পরিস্থিতিতে ব্যাংকিং সেক্টরের পরিচালনা এমন হতে হবে যাতে সাধারণ মানুষ কখনোই এ খাতের উপর বিশ্বাস না হারায়। ব্যাংকিং সেক্টর যদি স্থিতিশীল এবং পূর্ণ মাত্রায় বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে পারে তাহলে আমানতকারিরা এই খাতের উপর আস্থা রাখতে পারবে এবং তারা আরো বেশি পরিমাণে আমানত রাখার ব্যাপারে সচেষ্ট হবে। ব্যাংকিং সেক্টরে কিছুটা অস্থিরতা দেখা দিয়েছে সত্য কিন্তু মানুষ এই খাতের উপর এখনও আস্থাশীল। এই আস্থা যে কোনো মূল্যেই হোক আমাদের ধরে রাখতে হবে। আমাদের দেশের আর্থিক খাতে যে সব প্রতিষ্ঠান আছে তার মধ্যে ব্যাংকিং সেক্টরই সবচেয়ে বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ খাত। তাই কোনোভাবেই এ খাত সমস্যাগ্রস্থ হোক তা কাম্য হতে পারেনা। ব্যাংকিং খাত সঠিকভাবে পরিচালিত হবার উপর দেশের অর্থনীতির গতিশীলতা অনেকটাই নির্ভরশীল। ব্যাংকিং সেক্টরের বর্তমানে অস্থিরতা অর্থনীতির অন্যান্য খাতে কিছুটা হলেও প্রভাব ফেলেছে। এটার দ্রুত অবসান করতে হবে। ব্যাংকিং সেক্টরের উপর প্রকৃত উৎপাদন খাত বা বাস্তব প্রবৃদ্ধিও নির্ভর করে । যে কোন মূল্যেই হোক ব্যাংকিং সেক্টরের সমস্যা সমাধানে আমাদেরকে উদ্যোগী হতে হবে। অন্যথায় দেশের উৎপাদনশীল সেক্টর মারাত্তকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। বাংকিং সেক্টর সঠিকভাবে কাজ না করলে আমাদের বর্তমান জিডিপি প্রবৃদ্ধির উচ্চ ধারাও ব্যাহত হতে পারে। এ ছাড়া টেকসই উন্নয়নের গতিও বিঘ্নিত হতে পারে।

দেশের ব্যাংক ও আর্থিক খাত নিয়ন্ত্রনে বাংলাদেশ ব্যাংক যেভাবে অবদান রাখছে তাকে আপনি কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?

ড. মোস্তফা কে মুজেরী: আমরা জানি, বিশ্বের সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকিং সেক্টরের নিয়ন্ত্রন ও জবাবদিহিতা সুরক্ষা করে থাকে।

বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। বাংলাদেশ ব্যাংক দেশের ব্যাংকিং সেক্টরের উপর নিয়ন্ত্রন এবং নজর দারি করে থাকে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে দু'একটি ঘটনার কারনে অনেকেই মনে করছেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতার কিছুটা হলেও অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। যেমন, কিছুদিন আগে বাংলাদেশ ব্যাংক সিআরআর (ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও) এক শতাংশ কমিয়েছে। এর ফলে ব্যাংকগুলোর ঋণদান ক্ষমতা ১০ হাজার কোটি টাকার মত বেড়ে গেছে। অর্থনীতির প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংক সিআরআর হ্রাস-বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিতেই পারে। বিশ্বের প্রতিটি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক এ ধরণের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। দেশের প্রয়োজনে বাংলাদেশ ব্যাংকও এ ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারে। এতে কারো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু বাংলাদেশ ব্যাংক সিআরআর পরিবর্তনের যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করেছে তা অনেকটা প্রশ্নবিদ্ধ। ব্যক্তি মালিকাধীন ব্যাংকের সঙ্গে যুক্ত কিছু ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে রাজধানীর একটি হোটেলে অর্থমন্ত্রীর উপস্থিতিতে আয়োজিত আলোচনা সভায় সিআরআর কমানোর ঘোষণা দেয়া হয়। আমার কাছে এটা স্বাভাবিক মনে হয়নি এ কারণে যে, এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের একটি কমিটি আছে। সেই কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই এটা করা যেত। এ ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। সিআরআর কমানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহনের যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নিলে তা প্রশ্নবিদ্ধ হতো না। কিন্তু যেভাবে সিদ্ধান্তটি গ্রহন করা হয়েছে তা নানা কারণেই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে গেছে। আমি মনে করি , যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ব্যাংকের আরো সতর্ক হওয়া উচিত।

কিছু দিন অগে অর্থমন্ত্রী ব্যক্তি মালিকাধীন ব্যাংক পরিচালকদের ইন সাইড লেন্ডিং নিয়ে অসহায়ত্ব প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, কিভাবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে আমি তা জানিনা। এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি?

ড. মোস্তফা কে মুজেরী: আমাদের দেশের ব্যাংকের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি হয়ে গিয়েছে। ভারত একটি বিশাল দেশ। তাদের অর্থনীতি আমাদের অর্থণীতির চেয়ে অনেক বড় এবং শক্তিশালি। তা সত্ত্বেও সেখানে এতগুলো ব্যাংক নেই। আমরা যে প্রক্রিয়ায় ব্যাংকের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছি তা আমার দৃষ্টিতে কিছুটা হলেও অস্বচ্ছ মনে হয়েছে। যে কারণে দেশে ব্যাংকের সংখ্যা যতটা হওয়া উচিৎ ছিল তার চেয়ে বেশি হয়েছে। তারা নতুন নতুন পণ্যও উদ্ভাবন করতে পারছে না। সকলে একই ধরনের আর্থিক সেবা দেয়ার চেষ্টা করছে। ফলে ব্যাংকিং সেক্টরে এক ধরনের অসম প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। শুরু হয়েছে অভ্যন্তরীন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক স্বার্থ হাসিলের প্রচেষ্টা। পারস্পরিক যোগসাজসের মাধ্যমে এক ধরণের অসাধু কার্যক্রম চলছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নজরদারি আরো কঠোর করার মাধ্যমে এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে। এজন্য ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে হবে যাতে এ ধরনের অনাকাঙ্খিত ঘটনাগুলো না ঘটে।

> **"ব্যাংকিং সেক্টর ঠিকভাবে কাজ না করলে বর্তমান জিডিপি প্রবৃদ্ধির উচ্চ ধারা ব্যাহত হতে পারে"**

ব্যাংকিং সেক্টরে সংঘটিত বড় বড় কেলেঙ্কারির ঘটনাগুলোর তেমন কোনো বিচার হয় নি। অথবা বিচার হলেও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হয় নি। এটা কি ব্যাংকিং সেক্টরে অব্যবস্থাপনার জন্য দায়ী?

ড. মোস্তফা কে মুজেরী: আমি আগেই ব্যাংকিং সেক্টরে সুশাসনের অভাবের কথা বলেছি। নানা ধরনের আর্থিক অপরাধের শাস্তি না হবার বিষয়টি সুশাসনের অভাব সমস্যার সঙ্গে যুক্ত। সুশাসন থাকলে এটা হতে পারতো না। যে কোনো অপরাধের শাস্তি দিয়ে সঠিক দৃষ্টান্ত যদি স্থাপন করা না যায় তাহলে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতেই থাকবে। যারা নানা প্রক্রিয়ায় ব্যাংকিং সেক্টর থেকে অবৈধ সুযোগ গ্রহন করতে চান তারা আরো উৎসাহী হবেন। যে কোনো আর্থিক অপরাধের ক্ষেত্রে যদি সঠিক বিচার না হয় তাহলে একই ধরনের দুর্নীতি করার জন্য অন্যেরা উৎসাহী হয়ে উঠেন। বাংলাদেশে এটাই ঘটেছে। তাই যে কোনো দুর্নীতির ক্ষেত্রে কোনো ধরনের উদারতা না দেখিয়ে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। ইতোপূর্বে ব্যাংকিং সেক্টরের দুর্নীতির সঙ্গে জড়িতদের অনেকের বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছে। কারা দায়ি তাও নিরূপিত হয়েছে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কার্যকর কোনো ব্যবস্থা গ্রহন করা সম্ভবপর হয় নি। কারণ তারা সমাজে অত্যন্ত প্রভাবশালি। তাদের সুরক্ষা দেবার মতো লোকের অভাব নেই। ফলে তাদেরকে সঠিকভাবে বিচারের সম্মুখীন করা যায় নি। দুর্নীতি বা অপকর্মের বিরুদ্ধে আমরা দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারিনি। অনিয়ম করলে শাস্তি পেতে হবে এ ধরনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারলে সমাজে দুর্নীতি এবং অনাচার অনেকটাই কমে যেতো। আমি মনে করি, এটাও সুশাসনের দূর্বলতার একটি উপাদান হিসেবে কাজ করছে।

আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করতে চলেছি। ২০২৭ সাল পর্যন্ত আমরা স্বল্পআয়ের দেশের সুযোগ-সুবিধা পাবো। তারপর আমাদেরকে কিছু প্রতিবন্ধকতার মুখোমুখি হতে হবে। এই প্রতিবন্ধকতা কিভাবে মোকাবেলা করা যাবে বলে মনে করেন?

ড. মোস্তফা কে মুজেরী: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দ্রুততার সাথে এগিয়ে যাচ্ছে মাথাপিছু গড় আয় উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে। আমরা ইতোমধ্যেই স্বল্পআয়ের দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হবার যোগ্যতা অর্জন করেছি। এটা অত্যন্ত খুশির সংবাদ। আমরা জাতি হিসাবে অবশ্যই এ জন্য গর্বিত বোধ করতে পারি। আগামী ২০২৪ সাল নাগাদ আমরা চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হতে পারবো আশা করা যায়। এ জন্য আমাদের বর্তমান উন্নয়নের ধারা বজায় রাখতে হবে। উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত হলেও আগামী ২০২৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ স্বল্পআয়ের দেশের সকল সুযোগ সুবিধা পাবে। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতি হিসেবে এটা আমাদের জন্য এক বিরাট অর্জন এতে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা অর্জনের মধ্যেই আমাদের যাত্রা শেষ নয়, বরং আমাদের যাত্রা শুরু। কারণ এরপর আমাদের লক্ষ্য ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হবার। এটা আমাদের জাতীয় লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য অর্জন করতে হলে সত্যিকার অর্থে একটি দারিদ্র্য মুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে। মানুষ যাতে সুখি-সমৃদ্ধ জীবন যাপন করার নিশ্চয়তা পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। সম্পদের পুঞ্জিভূতকরণ প্রক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। বর্তমানে সমাজে বিত্তবান এবং বিত্তহীনের মাঝে ব্যবধান অত্যন্ত প্রকট আকার ধারন করেছে। এটা দূর করতে না পারলে কোনো উন্নয়নই আমাদের জন্য সুফল বয়ে আনতে পারবে না। আমাদের দেশে দারিদ্র্যের হার আগের তুলনায় অনেকটাই কমেছে। মোট দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কিন্তু এখনো অনেক। প্রায় ৪ কোটির মতো মানুষ এখনো দারিদ্র্য সীমার নিচে বাস করছে। এর মধ্যে চরম দরিদ্র মানুষের সংখ্যা প্রায় ২ কোটি। এদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে না পারলে কোন উন্নয়নই সমাজে সত্যিকার সুফল দিতে পারবে না। উন্নয়ন শুধুমাত্র স্লোগান হয়েই থাকবে। এটা ঠিক যে উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বৈষম্যও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু আমাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়া এমন হতে হবে যাতে দ্রুত উন্নয়ন সাধিত হয় এবং বৈষম্যও কম থাকে। বর্তমান গবেষণা থেকে দেখা যায় এধরনের সমতা ভিত্তিক উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব সঠিক অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। আমাদের লক্ষ্য সমতা ভিত্তিক একটি সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এসডিজি'র মূল লক্ষ্যই হচ্ছে কাউকে পিছনে ফেলে না রেখে উন্নয়নের চাকাকে এগিয়ে নেয়া। আমাদের উন্নয়নের লক্ষ্যও কিন্তু একই।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ নেটওয়ার্ক - বাংলাদেশ (ফিন-বি)

আইএনএম আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের সাথে সম্পৃক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধন ও সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে "আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ" সংক্ষেপে "ফিন-বি" শীর্ষক একটি পাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করেছে ২০১৭ সালে। "ফিন-বি" সকলের জন্য সার্বিক আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ এই ধারনাকে অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের চাবিকাঠি হিসেবে গন্য করে যাতে সকল জনগোষ্ঠীর জন্য ঋণ, সঞ্চয়, বীমা এবং অন্যান্য আর্থিক লেনদেন সুগম্য হতে পারে। এক্ষেত্রে বেশ কয়েকটি বিবেচ্য বিষয় প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে:

১ আর্থিক পরিষেবা সমূহ সামর্থ্য এবং প্রয়োজনের ভিত্তিতে নির্ণীত হবে এবং সেবা প্রদানের সময় এর গুণগতমান এবং সুবিধা গ্রহণকারীর উপযোগিতা, সম্মান এবং স্বার্থরক্ষা প্রভৃতি বিষয় বিশেষভাবে বিচার্য হবে।

২ সকল ঋণ / সেবা গ্রহণকারীকে অর্থ সংক্রান্ত সঠিক সিদ্ধান্ত এবং ব্যবস্থাপনার বিষয়ে যথাযথ জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থাবলীর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

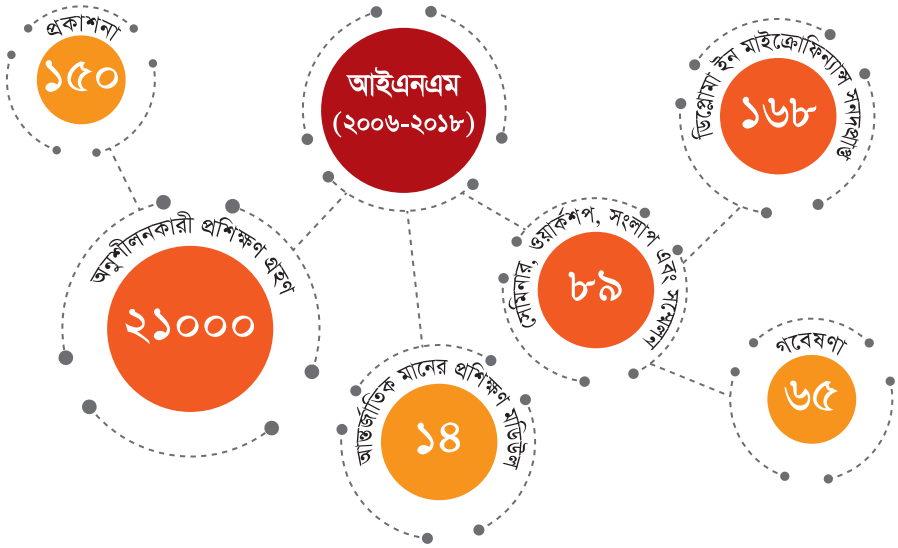
৩ আর্থিক পরিষেবা সমূহ এমন ভাবে পরিকল্পিত ও বাস্তবায়িত হবে যাতে করে এসব সেবা থেকে কেউ বাদ না পড়েন এবং কেউ যেন যথাযোগ্য সেবা হতে বঞ্চিত না হন।

৪ আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, বলিষ্ঠ আর্থিক কাঠামো, সুস্পষ্ট নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং পরিষেবা গ্রহণকারীর চাহিদা অনুযায়ী বিচিত্র এবং প্রতিযোগিতামূলক পণ্য ও সেবা যাতে আর্থিক বাজারে সহজলভ্য হয় এ ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

এই নেটওয়ার্ক-এর মূল লক্ষ্য জ্ঞান উন্নয়ন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণকে দক্ষ করার পাশাপাশি সদস্যদের মধ্যে কার্যকর যোগসূত্র স্থাপন করা, যার মাধ্যমে এ নেটওয়ার্ক আর্থিক অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ মাধ্যম হিসেবে কাজ করতে পারে। এই নেটওয়ার্ক সরকারী- বেসরকারী সকল পর্যায়ের গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং নীতিনির্ধারক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য অর্জনে অগ্রসর হবে।

ফিন-বি আর্থিক খাতের জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সকল স্টেকহোল্ডার (ব্যাংক, ক্ষুদ্রঅর্থায়ন প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান, তৃণমূল প্রতিষ্ঠান / সংস্থা, স্থানীয় সরকার)সহ সংশিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে ধারণা এবং সহযোগিতা লাভ এবং বিভিন্ন দেশের সফল উদ্যোগগুলোকে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কিভাবে বাস্তবায়ন করা যায় তা বিশেষণ করবে। ফিন-বি এর একটি প্রধান উদ্দেশ্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের দক্ষ উপায় সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা যাতে করে দ্রুত দারিদ্র্য বিমোচন ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিসহ সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা সম্ভবপর হয়। এই নেটওয়ার্ক মত বিনিময় সভা, কর্মশালা, সম্মেলন ইত্যাদির আয়োজন এবং জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কর্মসূচী প্রস্তাবনা এবং বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে যাতে করে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণের নানা দিক উন্মোচিত হয় যা সামগ্রিকভাবে উন্নয়নে ভুমিকা রাখতে সক্ষম হবে। ইতিমধ্যে নেটওয়ার্কের আওতায় প্রকাশিত 'ফিন-বিজ' পত্রিকা সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে যথেষ্ট ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। নেটওয়ার্কের সদস্যদের সাথে সম্মিলিতভাবে ফিন-বি এর উদ্দেশ্য অর্জনে অনন্য ভুমিকা রাখার লক্ষ্য নিয়ে অগ্রসরমান।

এক নজরে আইএনএম-এর কার্যক্রম



প্রকাশকাল
আগস্ট, ২০১৮

উপদেশক
মোস্তফা কে মুজেরী

সংকলন এবং সম্পাদনা
সিফাত ই আযম

প্রচ্ছদ, নকশা এবং চিত্রণ
সিফাত ই আযম
মোঃ জুয়েল মিয়া

আলোকচিত্র
মোঃ আব্দুল বাতেন
খালেদ মাহফুজ সাইফ
সিফাত ই আযম
ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড

প্রকাশনায়
জ্ঞান ব্যবস্থাপনা বিভাগ
আইএনএম

ইনস্টিটিউট ফর ইনক্লুসিভ ফিন্যান্স এ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইএনএম)
পিকেএসএফ ভবন, ই-৪/বি, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭
আইএনএম প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বাড়ি-৩০, ব্লক-সি, মনসুরাবাদ আ/এ, আদাবর, ঢাকা-১২০৭